ট্রাংকুলাইজার সংক্রান্ত তথ্য

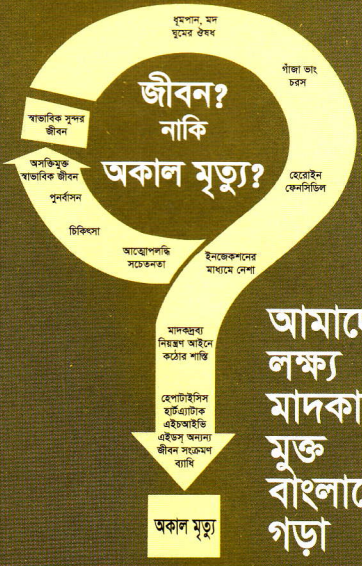

আমাদের
লক্ষ্য
মাদকাসক্তি
মুক্ত
বাংলাদেশ
গড়া

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়

৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফ্যাক্স নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১০

টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১১

ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com

Website : www.dnc.gov.bd

ট্রাংকুলাইজার কি?

ট্রাংকুলাইজার হচ্ছে বিষণ্নতা, উদ্বেগবোধ অথবা নিদ্রাহীনতা লাঘবে ব্যবহৃত কিছু মাদকদ্রব্য জাতীয় ওষুধ। বাংলাদেশে চিকিৎসকগণ প্রয়োজনবোধে এসব ওষুধ গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এগুলো মস্তিষ্ক ও শরীরের ক্রিয়া ক্ষীণ করে ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে, তবে এতে ঘুমের ওষুধের মত ততটা তন্দ্রা ভাব সৃষ্টি হয় না।

ট্রাংকুলাইজার সাধারণতঃ

ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়। এগুলো বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সুপরিচিত কয়েকটি ট্রাংকুলাইজার হচ্ছে ডায়াজিপাম যা ভ্যালিয়াম, রিলাক্সোন ও সেডিল নামে পরিচিত, লোরাজিপাম অথবা এ্যাটিভান, ক্লোরাডায়াজিপোক্সাইড অথবা লিব্রিয়াম। অপব্যবহারকারীদের মধ্যে এটা সেক্সী নামে পরিচিত।

ট্রাংকুলাইজার গ্রহণের প্রতিক্রিয়া কি কি ঃ

বিভিন্ন ট্রাংকুলাইজারের প্রতিক্রিয়ার তারতম্য নির্দিষ্ট ওষুধের শক্তির উপর নির্ভর করে।

স্বল্প মেয়াদী প্রতিক্রিয়া ঃ

অল্প পরিমাণ গ্রহণের ফলে মাংসপেশীর শৈথিল্য, সমন্বয়ে সামান্য ঘাটতি, মানসিক সপ্রতিভতা ঘাটতি ইত্যাদি দেখা দিতে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতই ট্রাংকুলাইজার ব্যবহারকালে গাড়ী অথবা মেশিন চালানোর মত কাজ করা বিপজ্জনক। কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়ায় ফুসকুড়ি, বমি-বমি ভাব ও ঝিমুনির মত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বিরল ক্ষেত্রে

অনিশ্চিত কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন, উগ্র মেজাজ, রাগান্বিতভাব ও নিদ্রাহীনতা। অধিক মাত্রায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাতালের মত আচারণ করতে পারে এবং পরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের সংগে এর ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক, কেননা এতে এর প্রতিক্রিয়া কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়াঃ

দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে কোন কোন ট্রাংকুলাইজার জীবনের সকল বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা সৃষ্টি করে। মাথা ব্যথা, পাকস্থলির গোলযোগ, চামড়ার ফুসকুড়ি এবং ক্রোধ ও বিরক্তির অনুভূতি হতেও দেখা যায়। আসক্ত মায়েদের গর্ভস্থ সন্তানদের যকৃত, মস্তিষ্ক, হৃদপিন্ড ও ফুসফুসে ডায়াজিপাম জমা হতে দেখা গেছে। জন্মের পর এসব শিশুর মধ্যে পরিহারজনিত লক্ষণসমূহ দেখা দিতে পারে।

ট্রাংকুলাইজার কি নেশা সৃষ্টিকারী?

নিয়মিত ব্যবহার করলে ট্রাংকুলাইজার সহনশীলতা সৃষ্টি করতে পারে, অর্থ্যাৎ একই ফল পেতে অধিক মাত্রায় মাদকদ্রব্য ব্যবহার করতে হবে। মানসিক ও শারীরিক নির্ভরশীলতাও গড়ে উঠতে পারে। হঠাৎ করে ব্যবহার বন্ধ করে দিলে পরিহারজনিত লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন অস্থিরতা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম, মাংস পেশী লাফানো, দৃষ্টি শক্তির অসুবিধা এবং হতোদ্যম হয়ে পড়াসহ অন্যান্য উপসর্গ। মারাত্মক ক্ষেত্রে প্রত্যাহার বা পরিহারের ফলে প্রলাপ বকা বা খিচুনি দেখা দিতে পারে-এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

আপনার চিকিৎসক ট্রাংকুলাইজার গ্রহণের পরামর্শ দিলে

- কিভাবে আপনাকে ওষুধ সেবন করতে হবে, তা নিশ্চিত ভাবে বুঝে নিন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই মাত্রা পরিবর্তন করবেন না।
- ট্রাংকুলাইজার নিয়ে আপনার মনে কোন প্রশ্ন থাকলে আপনার চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করে ব্যাখ্যা নিয়ে নিন।

-ট্রাংকুলাইজার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগে যোগাযোগ করুন।

মাদকাসক্তি ও অপরাধ

- মাদকাসক্তরা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনদের কাছে নেশার টাকার জন্য মিথ্যাচার ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় এবং নিজেদের ঘরের জিনিসপত্র চুরি করে।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশার টাকার জন্য রক্ত বিক্রয়, দেহ ব্যবসা এমনকি মানুষ খুন করতে পারে।
- চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ছিচকে চুরি, ডাকাতি, ঠকবাজি ইত্যাদি অপরাধের একটা বড় অংশই মাদক ও নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য হয়ে থাকে।
- মাদকাসক্তি ও মাদকপ্রবণ এলাকায় কারো জানমাল বা জীবনের নিরাপত্তা থাকেনা।
- মাদকাসক্তি ধ্বংসজনিত অপরাধ বাড়ায়। মাদক ব্যবসায়ীরা সন্ত্রাসী কিংবা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের ছত্রছায়ায় লালিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

আমাদের অঙ্গীকার
মাদকমুক্ত পরিবার